নিহতের কান্না

গৌতম রায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ॥ ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ১৯৬২
পৌষ ১৩৬৯
প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়
মুদ্রাকর
রাজলক্ষ্মী প্রেস
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
শ্রীসারদা প্রেস
কলকাতা

একরাশ প্রীতি ও অশেষ শুভেচ্ছা সহ সমীরকে

পাপড়ি রহস্য



লোকটা হাঁ করে খানিকক্ষণ নীলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—পাগল নাকি ?

তারও উত্তরে নীল বলেছিল—ব্যাং বাদুড়ের একটা কিছু পেলে, এক্ষুণি আমি ফেলবো তাকে গিলে।

শেষ পর্যন্ত লোকটা রেগে গিয়ে 'ছ্যাঁচড়া লোক' এবং 'ভদ্রতা শেখে নি' বলে চলে গিয়েছিল। নীল কিন্তু নির্বিকার।

অনেকবার আমিও চেষ্টা করেছিলাম ওর কাছ থেকে ছড়াটার মানে জানতে। কিন্তু আমারও সেই লোকটার মত—ছ্যাচড়া এবং ভদ্রতা শেখে নি বলতে ইচ্ছে করেছে বার বার। নীল তথৈবচ।

আজ বিকেল থেকে বেশ ঘন ঘন ছড়াটা আওড়াচ্ছে।

'নাঃ, বিরক্তিকর' বলে আমি বইটা বন্ধ করে উঠে পড়লাম। বরং এর থেকে রান্নাঘরে গিয়ে ওপার মার কাছ থেকে শুক্তোয় কি কি মশলা লাগে অথবা আলুবখরার চাটনিতে কতটা গুড় দিতে হয়, এসব শিখে রাখলে পরে প্রয়োজনে কাজে লাগবে।

নীলকে পাশ কাটিয়ে চলে আসছি। হঠাৎ ও আমার চাদরের খুঁটটা চেপে ধরল—

—বোস, বোস। রাগ করে যাচ্ছিস কোথায় ?

—ওপার মার কাছে—রান্না শিখতে।

—ওটা তোর দ্বারা হবে না। বরং বোস। একটু গল্প করি।

—সেকি গোয়েন্দাপ্রবর ! গল্প করার মত মন আর মেজাজ এখনও আপনার আছে নাকি ?

—আছে, আছে। নিশ্চয় আছে। কিন্তু কি জানিস বড় অবহেলায় সময়টা বয়ে যাচ্ছে। কিছুই করা হচ্ছে না।

—তাই বুঝি আবোল-তাবোল বকছিস ?

—কি করব বল। কাজ না থাকলে খই ভেজে সময় কাটানো।

—সময় কাটানোর তোর অভাবটা কোথায় শুনি ? অমন একটা শাঁসালো ব্যবসা দেখে আর সময় থাকে কারো হাতে ?